



## 9519 - আসমানী কতিবসমূহে প্রতীঙ্গমান আনার হাকিকত

### প্রশ্ন

আসমানী কতিবসমূহে প্রতীঙ্গমান বলতে কী বুঝায়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আসমানী কতিবসমূহে প্রতীঙ্গমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: এক.

সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যবে, সবগুলো আসমানী কতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলি হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তাআলা এই বাণীসমূহ দিয়ে কথা বলছেন। এ বাণীসমূহে মধ্যে কোনটি ফরেশেতার মাধ্যম ছাড়া পরদার আড়াল থেকে সরাসরি আল্লাহর নকিট হতে শ্রবণীয়। এর মধ্যে কোনটি ফরেশেতার মাধ্যমে রাসূলের নকিট পৌঁছেছে। এর মধ্যে কোনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করছেন। “আল্লাহ কোন মানুষের সাথে কথা বললে বলবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পরদার আড়াল থেকে অথবা কোন দূত পাঠানোর মাধ্যমে; যবে দূত আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি যা চান সবে ওহী পৌঁছে দেন। নিশ্চয় তিনি মহীয়ান, প্রজ্ঞাশালী।” [সূরা আশ্ শূরা, আয়াত: ৫১] আল্লাহ আরও বলেন: “আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরিকিথাবলছেন।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৪] আল্লাহ তাআলা তওরাতের ব্যাপারে বলেন: “আর আমি তাঁর জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যকে বিষয়কে উপদেশে এবং প্রত্যকে বিষয়কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৫]

দুই.

এ কতিবসমূহে মধ্যে আল্লাহ তাআলা যগুলো বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করছেন সেগুলোর প্রতী বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা। এ ধরনের কতিবগুলো হচ্ছে- কুরআন, তওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, সহফায়ে ইব্রাহিম ও সহফায়ে মুসা। এ কতিবগুলোর কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করছেন।

আর আল্লাহ যবে কতিবগুলোর কথা এজমালভাবে উল্লেখ করছেন আমরা সবে কতিবগুলোর প্রতী এজমালভাবে ঈমান আনব। ঠিকি যাইভাবে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান আনার নরিদশে দিয়েছেন- “বলুন, আল্লাহ যবে কতিব নাযলি করছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করছি।” [সূরা আশ্ শূরা, আয়াত: ১৫] তিনি.

এ কতিবসমূহে উল্লেখিত যবে সংবাদগুলো সহহি সনদে জানা গেছে সেগুলোর প্রতী ঈমান আনা। যমেন- কুরআনের



সংবাদসমূহ। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের যৎ সংবাদগুলোতে পরবর্তন বা বকিত্ব ঘটনো সৎ সংবাদসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

চার.

এই বিশ্বাস পোষণ করা যৎ, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সকল কিতাবের উপর ফয়সালাকারী ও সত্যায়নকারীরূপে প্রেরণ করছেন। “আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযলি করছি যথাযথভাবে, এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সত্যায়নকারী (মুসাদ্দকি) ও তদারককারীরূপে (মুহাইমনি)।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] তাফসরিকারগণ বলেন, মুহাইমনি অর্থ হচ্চে- কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ফয়সালাকারী, সাক্ষী ও সত্যায়নকারী। অর্থাৎ সৎ কিতাবসমূহে যা কিছু সত্য কুরআন তার সত্যায়ন করবে এবং যা কিছুতে বকিত্ব, পরবর্তন ও পরবর্তন ঘটছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সৎ কিতাবসমূহের বধিनावলীকে রহিত করবে; তথা পূর্ববর্তী বধিানসমূহ উঠিয়ে দাবে অথবা নতুন বধিবিধিান আরোপ করবে। অতএব, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুসরণকারী যদি হঠকারী না হয় তাহলে তাকে কুরআনের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে। “ঐসব ব্যক্তিআমি এ(কিতাবের) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দয়িছেলাম, তারা এ(কিতাবের) প্রতি ঈমান রাখে। এবং যখন তাদের নকিট এই কিতাব তলিাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি ঈমান এনছে, নিশ্চয় এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও মুসলমি ছলাম।’”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৫২-৫৩]।

উম্মতে মুহাম্মাদরি প্রতিটি সদস্যেরে কর্তব্য হচ্চে- প্রকাশ্যে ও গোপনে এই কুরআনের অনুসরণ করা, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা, কুরআনের হক আদায় করা। ঠকি যভাবে আল্লাহ তাআলা নরিদশে দয়িছেন- “এটা এমন একটা গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করছি, খুব মঙ্গলময়। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৫] কুরআন আঁকড়ে ধরা ও কুরআনের হক আদায় করার অর্থ হচ্চে- কুরআন যা কিছুকে হালাল ঘোষণা করছে সেগুলোকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করা, কুরআনের নরিদশেরে প্রতি অনুগত হওয়া, ধমকরি বধিযাবলী হতে দূরে থাকা, দৃষ্টান্তসমূহ থেকে উপদশে গ্রহণ করা, কাহনীসমূহ হতে শক্িয়া গ্রহণ করা, মুহকাম আয়াতেরে জ্ঞান অর্জন করা, মুতাশাবহি আয়াতেরে প্রতি আত্মসমর্পন করা, কুরআন নরিধারতি সীমারখেয় থমে যাওয়া, কুরআন রক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, কুরআন মুখস্ত করা, তলিাওয়াত করা, এর আয়াতাবলী নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা, রাতদনি কুরআন দয়িে নামায পড়া, কুরআনেরে কল্যাণে কাজ করা, ইলমেরে ভিত্তিতে কুরআনেরে দকিে দাওয়াত দয়ো। আসমানী কিতাবেরে প্রতি ঈমানার মাধ্যমে বান্দা অনকেগুলো উপকার লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অত্যধকি গুরুত্বেরে বধিযটি অবহতি হওয়া। তাইতো তিনি প্রত্যকে কওমকে দকিনরিদশেনা দয়েরে জন্য আলাদা আলাদা কিতাব পাঠয়িছেন। ২. শরয়িত বা আইন আরোপেরে ক্ষতেরে আল্লাহ তাআলার হকেমত সম্পর্ক জানা। তাইতো তিনি প্রত্যকে কওমেরে পরবিশে-পরসিথতিরি উপযোগী শরয়িত (আইন) প্রদান করছেন। তিনি বলছেন: “আমি তোমাদেরে প্রত্যকেকে একটি আইন ও পথ দয়িছে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] ৩. আল্লাহ তাআলার এই মহান নয়োমতেরে শুরয়ী আদায় করা। ৪. কুরআন তলিাওয়াত, কুরআন



গবষণা, কুরআনের অর্থ বুঝা ও সঠিক অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। আল্লাহই ভাল জানেন। দেখুন:

আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরা (৯০-৯৩) এবং শাইখ উছাইমীনের উসুল ছালাছ এর ব্যাখ্যা (৯১, ৯২)।